তারিখ ..27 AUG 2011...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...৩...

সংবাদ

খুলনায় সকাল-বিকাল পর্যন্ত কোচিং নিষিদ্ধ : মাইকিং

প্রতিনিধি, খুলনা

খুলনা নগর ও জেলায় কোচিং নির্ভরতা কমিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে শিক্ষকদের মনোযোগী এবং শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করতে হার্ডলাইনে যাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে বুধবার থেকে নগরীতে মাইকিং করে কোচিং সেন্টার পরিচালনায় শৃঙ্খলা আনতে বিশেষ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুলসময়ে সব ধরনের কোচিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই এ ধরনের ৯১টি কোচিং সেন্টার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯ জন শিক্ষকের তালিকাও করা হয়েছে। এদিকে কোচিং সেন্টার বন্ধের ঘোষণায় আতংকে নগরীর শত শত কোচিংবাজ শিক্ষক। খুলনা জেলা প্রশাসন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চলের সূত্র জানান, খুলনা নগর ও জেলায় কোচিং সেন্টারের উদ্বেগজনক বিস্তৃতি ঘটেছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলের শ্রেণীকক্ষে. পাঠগ্রহণের পরিবর্তে কোচিং সেন্টারে পড়াতেই বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। সোমবার নগরীর ইকবাল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বিপরীতে সুকুমার হালদারের 'শিক্ষাকুঠির' নামক কোচিং সেন্টারে অভিযান চালিয়ে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কুল সময়ে স্কুলে না গিয়ে শতাধিক শিক্ষার্থীকে ওই কোচিং সেন্টারে দেখা যায়। কোচিংমুখী এ তৎপরতা কমিয়ে আনতে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুলসময়ে সব ধরনের কোচিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষকদেরও শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী করতে মনিটরিং জোরদার করা হচ্ছে।

খুলনা তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক ম. জাভেদ ইকবাল জানান, খুলনায় সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুল চলাকালীন কোন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা পর্যায়ের কোচিং সেন্টার পরিচালনা করা যাবে না। কোচিং বন্ধে খুলনা জেলা প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কোচিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অবগত এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে বুধ এবং বৃহস্পতিবার নগরীতে মাইকিং করা হয়েছে। এরপর কোচিংবিরোধী অভিযান জোরদার করা হবে। এদিকে, স্কুল সময়ে কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত ৯১টি কোচিং সেন্টার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৯ জন শিক্ষকের তালিকা করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর খুলনাঞ্চল। এর মধ্যে নগরীর সদর ও সোনাডাঙ্গা থানা এলাকায় ৩৫টি, খানজাহান আলী থানা এলাকায় ৮টি, বটিয়াঘাটা উপজেলায় ১০টি, রূপসা উপজেলায় ৩২টি এবং পাইকগাছা উপজেলায় রয়েছে ৬টি। এছাড়া নগরীর সিটি গার্লস কলেজের প্রভাষক আজিজুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের প্রভাষক মুকুল, বানরগাতি সরকারি পাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইফুল, দারুল কোরআন সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসার প্রভাষক রেজাউল ইসলাম এবং বটিয়াঘাটার খারাবাদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছয়জন শিক্ষক আলী হোসেন, মনোতোষ দাস, আতিয়ার রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন, রাফিউজ্জামান ও আসাদুজ্জামানও বিধিবহির্ভূতভাবে প্রাইভেট কোচিং সেন্টারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক প্রফেসর টিএম জাকির হোসেন এ প্রতিবেদককে বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কোচিং নির্ভরতা থেকে সরে আসতে হবে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে পাঠগ্রহণে মনোযোগী হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে স্কুল-কলেজে কর্মরত কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

স্কুলে ভালো পড়ালেখা হলে তো আর কোচিং এর দরকার পড়ে না। কোচিং থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের সিন্ডিকেট অনেক বড়। যেখানে অসহায় অভিভাবকেরা জিম্মি। স্কুল, কলেজশিক্ষকের কাছে না পড়লে পরীক্ষায় নম্বর কম পাবে, এ ভয়ে অভিভাবকরা তাদের দ্বারস্থ হচ্ছে। আর কলেজ বা ভার্সিটি পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা অলস সময় না কাটিয়ে কয়েকজন ছাত্র পড়িয়ে নিজে চলছে বা কেউ কেউ পরিবারকেও সাপোর্ট দিচ্ছে। কাজটি নিশ্চয়ই খুব একটা দোষের নয়। এর চেয়ে যে সকল চাকরিজীবী শিক্ষক স্কুল, কলেজে না পড়িয়ে ব্যক্তিগত ব্যাচ, কোচিং করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এদিকে খোজ নিয়ে জানা গেছে, কোচিং সেন্টার বন্ধের ঘোষণায় আতংকে রয়েছেন নগরীর শত শত কোচিংবাজ শিক্ষক। এসব শিক্ষকরা শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের একপ্রকার জিম্মি করে প্রতিমাসে হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। শহরে তারা একাধিক বাড়ি, গাড়ি ও ফ্লাটের মালিক। কেউ কেউ বহুজাতিক কোম্পানি এবং প্রোপার্টি ব্যবস্যার সঙ্গেও যুক্ত।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..................
তারিখ..................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর